ভার্জিন

---- সত্যব্রত

(১)

বড় লেখিয়েদের মত করে লেখার চেষ্টায় আছি ।
সে চেষ্টার শুরুটা হতে হবে হঠাৎ করে । বড় লেখক লেখিকারা না কি হঠাৎ করেই লেখা শুরু করে দেন । কোন ভুমিকা ছাড়াই লেখা এগিয়ে চলে তর তর করে । যদিওবা তেমন বড় লেখিয়ে হইনি ; কে জানে ? ভবিষ্যতে হয়তোবা হয়েও যেতে পারি । কে বলতে পারবে এই আমার নাম টাই একদিন ‘একুশে পদক ’ প্রাপ্তির তালিকায় উঠবেনা ?

মনে হলো একটি কথা । লিখেই ফেলি । চোখের সামনে ভাসছে একটা ছোট গর্ত । মানে একটা ছোট গর্তের ও যে অসাধারন কৃতিত্ব এবং গুরুত্ব থাকতে পারে ; সেদিন-ই তার প্রথম প্রমান পেলাম । কে বাঁচাবে তাকে ; যদি কেউ বে-কায়দায় পা ফেলে ; পা টা আটকে যায় ঐ ছোট গর্তে ?

একবার কাঁঠাল বাগান এলাকায় আমার এক ঠাকুর মা’র (বাবার কাকাতো কাকী) বাসায় বেড়াতে যেতে পথে আটকে গেলাম জ্যামে । ঠাকুর মা’র বাসা বলছি এ কারনে যে , যদি ও ঠাকুর দাদা তখনও জীবিত কিন্ত মৃতবৎ তার অবস্থান ।ঠাকুর মা’-ই সর্বেসর্বা । এলাকায় ও মিসেস সৌমেনের নামেই ঐ বাসাটি পরিচিত ।

(২)

ব্যাপার কি ? জানতে গিয়ে জানলাম সামনের এক ম্যানহোলে পড়ে গেছেন এক মধ্যবয়স্কা মহিলা । সে মহিলা বাঁচাও-বাঁচাও বলে চিৎকার করছেন । লোক জড়ো হয়েছে সেই ম্যানহোলের বৃত্তকে ঘিরে ; কিন্ত কেউ-ই মধ্যবয়স্কা মহিলাটিকে উদ্ধারে আগ্রহী হচ্ছেনা ।

উৎসুক লোকজন যখনই জানছেন মহিলাটি মধ্যবয়স্কা ; এক এক করে সরে যাচ্ছেন তারা । অথবা চেয়ে চেয়ে দেখছেন , ভীড় জমাচ্ছেন । ম্যানহোল বলে কথা ! তাও আবার বিপাকে পড়েছেন এক মধ্যবয়স্কা মহিলা ।

রিক্সা জ্যামে আটকানো । ক্রিং-ক্রাং শব্দেও কাজ হচ্ছেনা । রিক্সাওয়ালা বিপদ বুঝে বল্ল , নাইম্যা পড়েন । আজকে আর এই জ্যাম সরতোনা ।

আমি তখন বেশ গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন । বল্লাম , থাকুক না জ্যাম । তোমাকে বেশী টাকা দেব । আমাকে রিক্সায় বসে থাকতে দাও । ভাবছিলাম যানবাহন চলাচলের রাস্তায় এখানে ওখানে বৃহৎ গর্তগুলির নাম ম্যানহোল কেন রাখা হলো ? ওম্যানহোল রাখা হলে কি গর্তে পুরুষরা স-উৎসাহে ঝুপ-ঝাপ করে ঝাপ দিয়ে পড়তো ? কি জানি , হয়তো দিত ।

আর যদি ঐ হোলটার নাম দেয়া হ’তো ভার্জিন হোল তাহলে তো আর কথাই নেই । বৃদ্ধ , সাবালক , নাবালক সব শ্রেনীর পুরুষ-ই হেসে হেসে ভার্জিন হোলে ঢুকিয়ে দিত তাদের পা ।

এ চিন্তাটা মাথায় আসার কারন হ’লো , ‘ভার্জিন’ নামের কোমল পানীয় কোম্পানীর ব্যাবসায়িক সফলতা । ভার্জিন কোমল পানীয় বাংলাদেশে বেশ দ্রুত বাজার দখল করে ফেল্ল । এখন পেপসি-কোলা , সেভেন-আপ এর ততটা কাটতি নেই আর । দোকানে দোকানে সাজানো ‘ভার্জিন ’ বোতলগুলো ।

রিক্সাটা যে জায়গাটায় দাঁড়ানো সেখানকার রাস্তার পাশেই একটা মনোহরী দোকানে শোভা পাচ্ছিল ‘ভার্জিন’ পানীয়ের বিজ্ঞাপণ । দোকানের সামনে পানীয় পানকারী প্রায় সবার হাতে হাতেই কাকতালীয়ভাবে তখন শোভা পাচ্ছিল ‘ভার্জিন’ কোমল পানীয় এর বোতল ।

কিন্তু কথা হ’লো বিবাহিত পুরুষরাও কেন ভার্জিন-এর প্রতি এত দূর্বল ? বিয়ের প্রথম রাতেই এত সযতনে সংরক্ষিত কুমারীত্ব বিসর্জণ দিয়ে দিতে হয় স্বামী নামক পুরুষের যৌণ মিলনের সাধ-আহ্লাদে সাড়া দিতে গিয়ে । বিবাহের পর প্রথম মিলনের পূর্ব পর্যন্ত-ই শুধু মেয়েটি ‘ভার্জিন ’ থাকে । দ্বিতীয় মিলন থেকেই মেয়েটি তার ভার্জিনিটি হারায় । এর পর যত বছর ধরে সংসার চলে,

পুরুষটি ভোগ করে চলে নন-ভার্জিন মহিলাটিকে । আর চোখে-মনে-ধ্যানে , স্বাদে-গন্ধে , শয়নে-স্বপনে-জাগরণে কল্পনা করে ‘ভার্জিন ’ আর ‘ভার্জিন ’ এর ।

সামনে রাস্তার কিছু অংশ ফাঁকা হওয়াতে রিক্সা আবার চলতে শুরু করলো । আমাকে বহনকারী রিক্সাটা ম্যানহোলের পাশ দিয়ে সামনের দিকে এগুলো । এর মধ্যে বাঁচাও-বাঁচাও শব্দটি থেমে গেছে । আর শুনা যাচ্ছেনা সেই চিৎকার ।

হয়তোবা আমার গভীর তাত্ত্বীক চিন্তার নিমগ্নতার এক ফাঁকে মধ্যবয়স্কা মহিলাটি উদ্ধার পেয়েছেন কোন সহৃদয়বান সাধক গোছের ব্যক্তির দ্বারা । এহেন শ্রেনীর লোকরা আজও সমাজে কয়েকজন আছেন বলেই হয়তোবা মধ্যবয়স্কারাও ম্যানহোল থেকে উদ্ধার পান । নইলে যে কি হ’তো ! ম্যানহোলেই পচে গলে মরতে হ’তো - ভার্জিন নন বলে । হায়রে !!!!!

[**e-mail : SotyoBroto@yahoo.com**]